কিছু কথা- সময়কাল কোভিড মহামারী

২০২০ সালের কোভিড-১৯ অতিমারী কিছু শেখাল কি মানুষকে? এই পৃথিবীরই এক অদৃশ্য অনুজীব এই পৃথিবীরই উৎকৃষ্টতম মানবজাতি, তার অহংকার, স্বার্থপরতা, আত্মসুখ, আত্মতুষ্টির নিরাপদ অভেদ্য প্রাচীরকে যে তাসের ঘরের মত ভেঙে দিতে পারে সেই অনুভব কি দিল কোভিডের অতিমারী ? মানুষ যে সর্বময় নয়, অন্য বহু জীবের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পদ ভাগ করে বেঁচে থাকা বাস্তুতন্ত্রের আর এক জীবমাত্র, এই বোধোদয় কিছুটা কি হল? এত বৃহদাকার সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার নিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষ বুঝল কি প্রকৃতিকে জয় করা যায় না, একে সম্ভ্রম করতে হয়। প্রকৃতিকে দেখেছেন এই লকডাউনের মধ্যে? কি নির্মল আকাশ, পশু পাখীর কেমন স্বস্তির বিচরণ। কখনো কখনো মনে হয়েছে , প্রকৃতির নিঃশ্বাসের জন্য মানুষের মাঝেমাঝে লকডাউনে চলে যাওয়া উচিত ।

যেটা বলছিলাম— লকডাউন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর কর্মচঞ্চলতার চাকা হঠাৎ যেন থমকে গেল । শুরু হল আমাদের গৃহবাসী জীবন।কাজের সূচী পালটে গেল। সময়ও হাতে এল বেশ কিছুটা। সত্যি বলতে কী, এই অবসরে মানসলোকে বুদবুদ কাটতে লাগল সেই মানুষেরা, সেইসব অনুভূতিগুলো , যারা চাপা পড়েছিল কর্মকান্ডের জগদ্দল পাথরের নীচে। অনুভব করলাম সারবত্তাহীন কাজের মাঝে হারিয়ে যাওয়া আমিকে— ' কর্ম যখন প্রবল আকার, গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিপাশ, হৃদয় প্রান্তে হে জীবননাথ, শান্তচরণে এস | '

অনুভব করলাম, বাড়িতে থাকলে অনেক বেশী কাজ করতে পারি। অনেক দেশে শুনেছি, work from home পছন্দ করে। যে সমস্ত কাজ বাড়িতে বসেই করা যায়, সেখানে তা বাড়িতে বসেই করা হয়। তার আবার দ্বিবিধ, ত্রিবিধ সুবিধা আছে। তবে আমাদের মত দেশে, যখন ভাবি এত টাকা পূজোয় খরচ না করে সমাজের উন্নতিতে ব্যবহার করা যেত, তখন আর একটা ভাবনা মনে উঁকিঝুঁকি মারতে থাকে—সেটা সম্ভব নয়, কত লোকের অর্থ সংস্থান এই পূজোর সঙ্গে যুক্ত। ফলে ১৩৩ কোটির এই আর্থিক অসাম্যের দেশে, work from home অসম চিন্তা। আর সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইলের ভাবনা প্রায় অমূলক।

এই লকডাউনে অনলাইন ক্লাসের বেশ ভাল অভিজ্ঞতা হল, পরিচয় হল virtual reality র সঙ্গে। কিন্তু যখন অপরাধীর মত গলায় কথা বলতে শুনতাম সেই ছাত্রছাত্রীদের, যারা অনলাইল ক্লাসে যোগ দিতে পারল না, খারাপ লাগত। তার অবশ্য অনেক কারণ থাকতে পারে, যেমন নিরুৎসাহতা বা অনীহা। কিন্তু পর্যাপ্ত network data হাতে না থাকা, বা network যোগাযোগ না থাকাও অন্যতম কারণ হতে পারে । আর লকডাউনের বাজারে

কত লোকজন যে কাজ হারাল—প্রথাগত আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, কত মানুষ বিকল্প আয়ের খোঁজে পথে নেমে এল তার হিসাব নেই। তার মধ্যে আবার আমপান—কি ভয়াল তার প্রভাব। তাই অনলাইন ক্লাসের ভিত্তিতে evaluation? মন বলল নৈব নৈব চ ।

নতুন সৃষ্টিশীলতার পরিচয় পাওয়া গেল এই একান্ত অবসরে। অনলাইনে দেখলাম ছাত্রছাত্রীদের অতি সৃজনশীল আর সংবেদনশীল অনুষ্ঠান। এই ইথারনেটের দুনিয়ায়, নৈকট্যহীনতা কি আদৌ সৃষ্টিশীলতার অন্তরায় ? আবার, এই একঘেয়েমি জীবনে কিছুটা স্বস্তি দিল বিভিন্ন সব আপ। অফিসের মিটিং বা বাড়ির কাজ থেকে শুরু করে বিনোদন। মুখে হাসি ফুটিয়েছে হোয়াটস আপের দেওয়ালে ঘুরে বেড়ান কিছু ছুটকি। যেমন , এক উদ্বিগ্ন অভিভাবক জানতে চাইছে, তার ছেলে সবই প্রায় অনলাইনে শিখছে , তবে সাঁতারটা শিখতে চায়, সেটা কিভাবে শিখবে সেই ব্যাপারে কেউ যদি সাহায্য করে ইত্যাদি।

কত কাতরতা, আবার কত মানবিক মুখও দেখা গেল এই আকালে। ' মানুষ বড় কাঁদছে, তুমি মানুষ হয়ে পাশে দাঁড়াও | ' রাস্তার অনাহারে ক্লিষ্ট পশু বা নিরুপায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এমনকি ছাত্রছাত্রীরা, একযোগে নিজেদের তাগিদে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছায় এগিয়ে গেছে দূর্গতদের সাহায্যে।আমপানে পুরনো বড়ো গাছ পড়ে যাওয়ায় প্রতিস্হাপক গাছের চারা লাগিয়ে পালন করেছে পরিবেশ দিবস । আবার অন্যদিকে, শ'য়ে শ'য়ে শ্রমিক, পরিবার নিয়ে পায়ে হেঁটে ঘরে ফিরেছে খিদের তাড়নায় মৃত্যুকে হাতে নিয়ে। আমরা লজ্জিত, ক্ষুব্ধ, ব্যর্থ। আসলে, আমরা তো মানুষ বানাবার কারিগর—আমরা শিক্ষক। তাই সামাজিক ব্যর্থতাকে আমরা অনুধাবন করি শিক্ষকের চোখ দিয়ে । এই দিশাহারা অবস্থাতেও মানুষের কুসংস্কার চর্চা— আমরা দেখি শিক্ষাক্ষেত্রের ব্যর্থতা হিসাবে। যখন শিক্ষিত মানুষদের দেখি এত সতর্কতা সত্ত্বেও লকডাউনের মধ্যে চায়ের দোকানে আড্ডা মারছে, মুখে মাস্ক নেই, social distancing এর বালাই নেই, থুতু ফেলার বিরাম নেই— তখন শিক্ষিতের সংজ্ঞা নিয়ে সন্দেহ জাগে মনে। মনে হয়, আমরা অশিক্ষিতই রয়ে গেলাম— দিশাহীন জনজাতি ।

ঈপ্সিতা নাথ (চন্দ)

প্রাণিবিদ্যা বিভাগ (দিবা)